ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিগত ১১ বছরের অর্জন

বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সেবাসমূহ:

- **Optical fiber ভিত্তিক সমন্বিত ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা:**

বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৯৯২ সালে নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় এক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী এর নিজস্ব ২ ও ৪ কোর বিশিষ্ট Optical fiber ভিত্তিক সমন্বিত ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। উক্ত অপটিক্যাল ফাইবারের অতিরিক্ত সুপ্ত ধারণ ক্ষমতা ১৯৯৭ সালে গ্রামীণ ফোন লিমিটেডকে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে লীজ (Lease) দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ হতে ২০১০ সালের মধ্যে উক্ত ২/৪ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার সেকশন ভেদে ৩২ কোর ও ৪৮ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়। বর্তমানে ২৬২২.৬৮ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত আছে। এছাড়াও সম্প্রতি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮৩ কিঃমিঃ সেকেন্ডারী লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হচ্ছে। রেলওয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার (Dark fiber) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরগনের নিকট লীজ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে ২০/১১/২০১৪ সালে NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক বানিজ্যিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। উক্ত Leasing এর ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় করে আসছে এবং একই সাথে জাতীয় পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও স্বল্পমূল্যে সরকারের কাঙ্ক্ষিত টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখে আসছে।

- **কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রবর্তন:**

সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ১১২টি স্টেশনে Computer Based Interlocking (CBI) System চালু করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ২৩টি স্টেশন CTC (Centralized Traffic Control) System-এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ৫৭টি স্টেশনে CBI ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে এবং ঐ স্টেশনগুলো CTC এর আওতায় আনা হবে। এতে ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা যেমন অধিকতর নিশ্চিত হবে; তেমনি সেকশনাল ক্যাপাসিটিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

- **GPS/GPRS based Train Tracking & Monitoring System (TTMS) এর প্রবর্তন:**

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৪ সালে GPS/GPRS based Train Tracking & Monitoring System চালু করা হয়। Suncrops Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তায় এই সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এই সার্ভিসের আওতায় সম্মানিত যাত্রীসাধারণ ১৬৩১৮ নম্বরে মোবাইল SMS পাঠিয়ে ফিরতি SMS এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের যাত্রা অভিমুখ (Direction), ট্রেনটি ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী Stoppage, Delay time সংক্রান্ত তথ্যাদি Real time ভিত্তেতে জানতে পারছেন।

এছাড়া ট্রেন কন্ট্রোলারগণ এই সিস্টেমের আওতায় ব্লক সেকশনে চলাচলরত ট্রেনের অবস্থান, ট্রেনের গতিবেগ, কোন স্টেশন থেকে কত কিঃমিঃ দূরে ট্রেনটির অবস্থান ইত্যাদি তথ্য কন্ট্রোল অফিসে স্থাপিত Display Monitor এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। এতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের Train operating Efficiency যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **Train Information Display System (TIDS):**

বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম ৬টি রেলওয়ে স্টেশন ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী। প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক যাত্রী এ স্টেশন গুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করে থাকেন।

ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন ট্রেন ছাড়া ও পৌঁছার সময়, গন্তব্য স্টেশন, প্লাটফরম নম্বর, ট্রেনের বিলম্ব ইত্যাদি তথ্য Display Monitor এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্য ARTS BD Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী স্টেশনে Computerized Train Information Display System (TIDS) স্থাপন ও চালু করা হয়। সিস্টেমটিকে যাত্রীসাধারণের নিকট আরো অধিক আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে LCD Monitor এর পরিবর্তে LED Monitor দ্বারা তথ্য Transmission এর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এতে যাত্রীসাধারণ মনিটর স্ক্রীনে ট্রেনের তথ্যসমেত উপস্থাপকের ছবিও দেখতে পারেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিগত ১১ বছরের অর্জন

- **ই-নথি কার্যক্রম:**

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর সহযোগিতায় উপজেলা হতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-নথি বাস্তবায়ন শুরুহয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকায় ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ হতে ই-নথি কার্যক্রম পরিক্ষামূলক ভাবে শুরু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলভবনে ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে ই-নথির কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একটি আধুনিক, দক্ষ এবং সেবামূলক জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানই ই-নথি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য।

- **বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইট (www.railway.gov.bd):**
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরাধীন এটুআই (a2i) এর নির্দিষ্ট ফরমেটে ডিজাইনকৃত ও ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের আদলে তৈরি। ওয়েবসাইটটি (www.railway.gov.bd) বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল ওয়েবপোর্টালের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি জনসাধারণের ব্যবহার উপযোগী করে এতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- রেলওয়ের ওয়েবসাইটটিতে ট্রেন সংক্রান্ত তথ্যাবলী যেমন- ট্রেনের সময়সূচী (টাইম-টেবল), ভাড়ার তালিকা, (আন্তঃদেশীয় মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস) ট্রেনের বিভিন্ন তথ্য দেয়া আছে।
- রেলওয়ের ওয়েবসাইটটিতে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন কনটেন্ট দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, পরিসংখ্যান চলমান প্রকল্প, নিজস্ব জনবল নিয়োগ, সিটিজেন চার্টার, যাত্রী হয়রানির প্রতিকার পাবার ব্যবস্থা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, ফিডব্যাকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা,বাংলাদেশ রেলওয়ে সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যসমেত "ইনফরমেশন বুক", রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান ইত্যাদি আপলোড করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে জনসাধারণ/ যাত্রীসাধারণ সকলেই উপকৃত হতে পারবে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটটিতে পৃথক পৃথক সেবাবক্স তৈরির মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি ব্যবহারকারীদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় ও ব্যবহার বান্ধব করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ রেলওয়ের ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর Centrally Computerized Seat Reservation and Ticketing System (CCSRTS):**
- **অনলাইন টিকিটিং সিস্টেম (e-Ticketing system):**

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কম্পিউটারাইজড সিট রিজার্ভেশন এবং টিকিটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭৮টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনে সেবাটি চালু রয়েছে। সিস্টেমটির মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ অতিদ্রুততম সময়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের টিকিট ক্রয় করতে পারছেন। একই সাথে বর্তমানে ৭৮টি গুরুত্বপূণ রেলওয়ে স্টেশনে হতে আন্তঃনগর ট্রেনের অনলাইনে (ইন্টারনেটের মাধ্যমে) টিকিট ক্রয় করতে পারছেন। অনলাইন সেবার কার্যক্রম ২৯/০৫/২০১২ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছে। এ সেবা চালু হওয়ার ফলে রেল ভ্রমণেচ্ছু যাত্রীসাধারণ স্টেশনে আসার জন্য রাস্তায় যানজটে সময়ের অপচয়, টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষার বিরক্তিকর পরিবেশ হতে মুক্তি পেয়েছেন।

- **বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-GP সিস্টেম প্রবর্তন:**

ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১৭ সালে e-GP এর মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম শুরু করে। e-GP দরপত্র প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ ও Hands on Support Service প্রদানের জন্য দোহাটেক নিউ মিডিয়া, ৪৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০ এর সাথে এ পর্যন্ত চার দফায় চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। সম্পাদিত চুক্তিপত্রের আওতায় উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১ম দফায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ জন কর্মকর্তা, ২য় দফায় ১০০ জন ও ৩য় দফায় ৭২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও Hands on Support Service প্রদান করা হয়। ৪র্থ দফায় ৭২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও Hands on Support Service প্রদান চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রায় ৮০ শতাংশ দরপত্র কার্যক্রম e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।